স্কিলস কম্পিটিশন ২০১৬

চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা: ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

স্কিলস এ্যান্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (STEP)

STEP Skills Competition 2016

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

১৩ ফাল্গুন ১৪২৩
২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

বাণী

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন "স্কিলস এন্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট" আয়োজিত জাতীয় পর্যায়ে "স্কিলস কম্পিটিশন-২০১৬" প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

দেশকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে হলে ভবিষ্যত প্রজন্মকে কর্মমুখী জ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ করে তোলার বিকল্প নেই। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে "স্কিলস এন্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট" গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্য আয়ের এবং ২০৪১ সালে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিনত করতে সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এসব কর্মসূচির পরিপূর্ণ বাস্তবয়নে সকলকে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

২০৩০ সালে বাংলাদেশে জনসংখ্যাগত নির্ভরশীলতার অনুপাত হবে সর্বনিম্ন। কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী হিসেবে আমরা পাব মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ সম্ভাবনাময় মানুষ। এই সুযোগটি কাজে লাগাতে বিপুল যুবগোষ্ঠীকে কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে। তারাই হবে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার মূল কারিগর।

সরকার কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা বিস্তারকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। "স্কিলস এন্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট" সে লক্ষ্য অর্জনে নানামুখী কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি নিয়মিত স্কিলস কম্পিটিশনের আয়োজন করায় আমি তাঁদেরকে সাধুবাদ জানাই। আমি আশা করি এ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা, দক্ষতা ও উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ঘটবে এবং তারা জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

আমি "স্কিলস কম্পিটিশন-২০১৬" এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীনে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন "স্কিলস এন্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (STEP)" ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং-এর শিক্ষার্থীদের মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশের লক্ষ্যে তৃতীয়বারের মত "স্কিলস কম্পিটিশন ২০১৬" আয়োজন করছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এ আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাই।

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ অর্জনে আমরা দেশের বিশাল জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ লক্ষ্য অর্জনে আমাদের সরকার দক্ষতা বৃদ্ধি ও জীবনভিত্তিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। দক্ষতা বৃদ্ধির অন্যতম হাতিয়ার কারিগরি ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার প্রসারে বিগত বছরগুলোতে আমরা দেশব্যাপী ব্যাপক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সারাদেশে চার শতাধিক পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশের বিভিন্ন জেলায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা হয়েছে। আমরা ২০২০ সালের মধ্যে দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ভর্তির হার ২০ ভাগ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এ হার ৩০ ভাগে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার পাশাপাশি দেশপ্রেম, মানবিক মূল্যবোধ, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জাতীয় দায়বদ্ধতার বিষয়গুলো প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

সরকার কারিগরি শিক্ষার পাশাপাশি পুরো শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ডিজিটাইজেশনের লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। যুগোপযোগী জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন, শিক্ষা প্রশাসনের আধুনিকায়ন, ন্যাশনাল স্কিলস ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল পুর্নগঠণ এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়ন করা হবে।

আমি আশা করি "স্কিলস কম্পিটিশন-২০১৬" টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এ আয়োজনের মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষায় দেশ আরো এক ধাপ এগিয়ে যাবে। কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত মানবসম্পদ দক্ষতা ও মেধার সর্বোচ্চ প্রয়োগ ঘটিয়ে উন্নত ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনে আরও নিবেদিত হবেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ করতে সক্ষম হবো।

আমি "স্কিলস কম্পিটিশন ২০১৬"-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.

সচিব
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

বাণী

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীনে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন স্কিলস এন্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট "স্কিলস কম্পিটিশন ২০১৬" আয়োজন করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। কারিগরি শিক্ষার্থীদের মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশে এই প্রতিযোগিতা অনেকটা সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি।

২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নিত করা বর্তমান সরকারের একটি প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও তার দায়িত্ব পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কারিগরি শিক্ষার প্রসারের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বেশ কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে, যার মধ্যে "স্কিলস এন্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট" অন্যতম। সংশ্লিষ্ট সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ইতোমধ্যে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২০ সালের মধ্যে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার হার ২০ শতাংশে উন্নিত হবে বলে আমরা আশাবাদী। আর এভাবেই দিনে দিনে দেশে গড়ে উঠবে একটি দক্ষ ও কর্মঠ জনশক্তি।

'স্কিলস কম্পিটিশন' একটি ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ। ২০১৪ ও ২০১৫ সালে সফলভাবে আয়োজনের পর এবার প্রতিযোগিতাটি তৃতীয় বারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। 'স্কিলস কম্পিটিশন ২০১৬' কে ঘিরে ডিপ্লোমা পর্যায়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। উদ্ভাবিত হয়েছে বেশ কয়েকটি কার্যকর প্রযুক্তি বা প্রকল্প। এই উদ্ভাবনগুলো অদূর ভবিষ্যতে শিল্প, ব্যবসা, শিক্ষা এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

এই আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 'স্কিলস কম্পিটিশন ২০১৬' সাফল্যমন্ডিত হোক-এই কামনা করি।

মোঃ আলমগীর

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
আগারগাঁও, ঢাকা

বাণী

আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে, শিক্ষা মন্ত্রালয়ের অধীন কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন "স্কিলস এ্যান্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (STEP)" কর্তৃক নির্বাচিত ১৬২টি সরকারি-বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে দেশে তৃতীয়বারের মত "স্কিলস কম্পিটিশন" অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

আমি মনে করি, দেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। দক্ষ ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী তৈরীর লক্ষ্যে এবং কারিগরি শিক্ষাকে এ দেশের মানুষের মাঝে বিশেষ করে তরুণ ও যুব সমাজের কাছে জনপ্রিয় করে গড়ে তোলার জন্য "স্কিলস কম্পিটিশন" এর মত সৃজনশীল প্রতিযোগিতা আয়োজন নি:সন্দেহে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এ ধরনের প্রতিযোগিতা আয়োজনের মধ্য দিয়ে কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক প্রচার-প্রসার ঘটবে এবং দক্ষ ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী গড়ে উঠবে, যা আমাদের দেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের পূর্বেই উন্নত দেশে পরিণত করবে বলে আমি মনে করি।

আমি "স্কিলস কম্পিটিশন-২০১৬" এর আয়োজক এবং অংশগ্রহণকারীদেরকে সাধুবাদ জানাই এবং এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

এক নজরে স্কিলস এ্যান্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (STEP)

- এ বি এম আজাদ

দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা ব্যাতীত কোন ভাবেই দেশের প্রত্যাশিত উন্নতি সম্ভব নয় - এই অনুধাবন থেকে এবং বৈশ্বিক শ্রমবাজারের বাস্তব চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশের কারিগরি শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার নানাবিধ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর অংশ হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের সহায়তায় বাস্তবায়িত হচ্ছে "Skills and Training Enhancement Project (STEP)" শীর্ষক প্রকল্প। প্রাথমিক ছয় বছর মেয়াদি (জুলাই ২০১০ - জুন ২০১৬) এ প্রকল্প সফলতার সাথে শেষ হওয়ায় এর মেয়াদ পরবর্তী তিন বছরের (জুলাই ২০১৬ - জুন ২০১৯) জন্য বাড়ানো হয়েছে। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার র‍্যাঙ্কিং-এ অত্যন্ত সফল এ প্রকল্পে যৌথভাবে অর্থায়ন করছে বাংলাদেশ সরকার, বিশ্বব্যাংক ও কানাডা।

STEP প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের গুণগত মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে আর্থ-সামাজিকভাবে অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের নিকট কারিগরি শিক্ষাকে সহজলভ্য করে তোলা ও তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র ও বেকারত্ব দূর করা।

প্রকল্পের কম্পোনেন্টসমূহ: স্কিলস এ্যান্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্টের চারটি কম্পোনেন্ট রয়েছে। কম্পোনেন্টসমূহের আওতাভুক্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের অগ্রগতির হালনাগাদ তথ্য সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

কম্পোনেন্ট ১:
- সরকারি-বেসরকারি ১৬২টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট (৪৯টি সরকারি, ১১৩টি বেসরকারি) এর ১,৪৪,৬১৫ জন ডিপ্লোমা লেভেল শিক্ষার্থীকে মাসে ৮০০ টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে যা শিক্ষার্থী অনুযায়ী ৪,২৩,৫০৬টি;
- বৃত্তির জন্য আবেদনকারী ডিপ্লোমা লেভেলের সকল নারী-শিক্ষার্থীকে নিয়মিত বৃত্তি দেয়া হচ্ছে;
- ৩৩টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটকে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের জন্য প্রথম পর্যায়ে সাত কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে এবং অতিরিক্ত অর্থায়নের আওতায় আরো ২৪টিকে তিন কোটি ১২ লক্ষ টাকা করে Implementation Grant প্রদান করা হচ্ছে;
- মানসম্পন্ন সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদানে সহায়তার জন্য ৮০টি (৫৫টি সরকারি, ২৫টি বেসরকারি) স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয়েছে। ভর্তিকৃত প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর বিপরীতে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে টিউশনফি, বৃত্তি এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ২১,৫০০ টাকা করে প্রদান করা হচ্ছে;
- ৯০,৮২৮ জন প্রশিক্ষণার্থী ইতোমধ্যে স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে এবং প্রতিমাসে ৭০০ টাকা হারে বৃত্তি পেয়েছে;
- স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্যে ৪৮% পাশ করার ছয় মাসের মধ্যে কর্মজীবনে প্রবেশ করেছেন;
- ৫০টি সরকারি পলিটেকনিকে শূন্য পদের বিপরীতে ১২০০ জন চুক্তিভিত্তিক-শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
- নির্বাচিত পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ৪,৩২১ জন অধ্যক্ষ/শিক্ষক/কর্মকর্তাকে দেশে ও ৮৯০ জনকে বিদেশে সাবজেক্টিভ, প্যাডাগোজি, ফাউন্ডেশন, ম্যানেজমেন্ট, প্রকিউরমেন্ট, আর্থিক ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে;
- শিল্প-প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা-প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য BGMEA এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে অদ্যাবধি ৪,২৬০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে-যার মধ্যে ৩,৩৩১ জন তথা ৮৭.৭৮% চাকুরি লাভ করেছেন।
- উল্লিখিত কার্যক্রমের মাধ্যমে নির্বাচিত পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসমূহে ভর্তির হার ৩২% বৃদ্ধি পেয়েছে। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার এবং তাঁদের পাশের হারও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

কম্পোনেন্ট ২:
- এনএসডিসি'র সাথে অংশগ্রহণমূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিকে Seed financing ও পরিচালন ব্যয় প্রদান করা হয়েছে এবং এনএসডিসি ও আইএসসি'র কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে;
- এনএসসি (ভোকেশনাল)-এর বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষন করে পাইলটিং-এর জন্য ২০টি প্রতিষ্ঠান বাছাই করা হয়েছে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে;
- RPL কেন্দ্র হিসেবে ২০টি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয়েছে। কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে এযাবৎ ১০টি বিষয় বা অকুপেশনে মোট ১৪,৮৭১ জন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদের মধ্যে ১১,৫৩৬ জন প্রার্থীকে এই সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে।

কম্পোনেন্ট ৩:
- ডিটিই, বিটিইবি, বিএমইটি ও পিএমইউ-এর কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে দেশে-বিদেশে সাবজেকটিভ, প্যাডাগোজি, ফাউন্ডেশন, ম্যানেজমেন্ট, প্রকিউরমেন্ট, আর্থিক, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে;
- কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের এইচআরএমআইএস শক্তিশালী করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের নিবন্ধন পদ্ধতির ডিজিটালাইজেশনের কাজ চলছে;
- বিটিইবি'তে এমএন্ডই ও আরপিএল ইউনিট স্থাপিত হয়েছে। টিচার ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন এবং সিলেবাস ও কারিকুলাম আধুনিকিকরণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
- জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর ইমিগ্রেশন ডাটাবেজ এর আধুনিকায়নের কাজ চলছে;
- ডিটিই ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বিএমইটি ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের কাজ চলমান রয়েছে।

কম্পোনেন্ট ৪:
- প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট পুর্ণমাত্রায় স্থাপিত হয়েছে এবং সকল পদে লোকবল নিয়োজিত আছে;
- জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শতাধিক সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও কনফারেন্স আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া রেডিও, টেলিভিশন ও পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচার, বিল-বোর্ড স্থাপন, পোষ্টার-লিফটেল বিতরণ, ডকুমেন্টারি নির্মাণ, টিভি টকশো আয়োজন, রেডিও প্রোগ্রাম সম্প্রচার, গান-নাটক পরিবেশন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সেই সাথে আয়োজন করা হচ্ছে স্কিলস কম্পিটিশন, জব ফেয়ার ইত্যাদি।
- প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়মিত মনিটরিং ও ইভালুয়েট করা হচ্ছে। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার মূল্যায়নে এ প্রকল্পটি সকল কম্পোনেন্টে 'সফল' র‍্যাঙ্কিং লাভ করেছে।

উপসংহার: স্কিলস এ্যান্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট সরকারের দারিদ্র ও বেকারত্বমুক্ত উন্নত ও সমৃদ্ধ দক্ষ এক বাংলাদেশ গঠণের লক্ষ্য পূরনের উদ্দেশ্যে দৃপ্ত প্রত্যয়ে কাজ করে যাচ্ছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে সূচিত কারিগরি শিক্ষার মানউন্নয়ন, সম্প্রসারণ, জনপ্রিয়তাবৃদ্ধি, ভর্তি ও পাসের হার বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির এই ধারা অব্যাহত থাকলে, আশা করা যায়, ২০২০ সালের মধ্যে শতকরা ২০ জন শিক্ষার্থী কারিগরি শিক্ষার আওতায় আসবে এবং ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি প্রকৃত মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার রূপকল্প অর্জন সহজতর হবে।

"শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ"

স্কিলস কম্পিটিশন আয়োজনের ইতিবৃত্ত

- মোঃ জিল্লুর রহমান

"স্কিলস কম্পিটিশন" মূলত দেশের পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং এর শিক্ষার্থীদের মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তি বিকাশের লক্ষ্যে আয়োজিত এক অনন্য প্রতিযোগিতা। "স্কিলস এন্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (STEP)" কর্তৃক আয়োজিত এ প্রতিযোগিতার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশের পথ প্রশস্ত করা, শিল্প-সংযোগ দৃঢ় করা, কলকারখানাসমূহকে উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা এবং বাজার চাহিদা নিরূপণ করে দেশীয় প্রযুক্তির বিকাশ ঘটানো।

প্রথমবারের মতো "স্কিলস কম্পিটিশন" আয়োজন করা হয় ২০১৪ সালে। কারিগরি শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক এবং সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যে প্রতিযোগিতাটি যাত্রালগ্ন থেকেই ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। পরের বছর আরো বৃহৎ পরিসরে হয় এর আয়োজন। এর ধারাবাহিকতায় এবারও আয়োজিত হচ্ছে প্রতিযোগিতাটি।

কারিগরি শিক্ষাঙ্গণের সর্ববৃহৎ এ প্রতিযোগিতা ৩টি পর্বে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে; প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়, আঞ্চলিক পর্যায় এবং জাতীয় পর্যায়। "স্কিলস কম্পিটিশন ২০১৬" এর প্রাতিষ্ঠানিক পর্ব গত বছরের ৩০ অক্টোবর তারিখে নির্বাচিত ১৬২টি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে একযোগে অনুষ্ঠিত হয়। এ পর্যায় থেকে নির্বাচিত ৪৮৬টি উদ্ভাবনী প্রকল্প গত ১০ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে ১৩টি অঞ্চলে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। আঞ্চলিক পর্বের প্রতিযোগিতার দিনে প্রত্যেক অঞ্চলে একটি করে র‍্যালি এবং কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে বিশেষ সেমিনারেরও আয়োজন করা হয়। উক্ত পর্ব থেকে নির্বাচিত ৫১টি প্রকল্প আজ ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠেয় জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছে।

"স্কিলস কম্পিটিশন ২০১৬" এর চূড়ান্ত পর্বের প্রতিযোগিতা উপলক্ষে জাতীয় জাদুঘর প্রাঙ্গণ থেকে আইডিইবি ভবন পর্যন্ত একটি র‍্যালি, Skill for Employment: Perspective of Bangladesh শীর্ষক একটি সেমিনার এবং একটি পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে "স্কিলস কম্পিটিশন ২০১৬" এর চূড়ান্ত পর্বের প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করবেন। এতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, এনএসডিসি সচিবালয়, প্রকল্পের উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, শিল্প-কলকারখানার কর্মকর্তা এবং নির্বাচিত সরকারি ও বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসমূহের অধ্যক্ষ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী এবং গণমাধ্যমকর্মীসহ সর্বস্তরের জনসাধারণ উপস্থিত থাকবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মানোন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং শিক্ষার্থীদের মেধা ও সৃজনশীলতার বিকাশে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়নাধীন "স্কিলস এন্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট" কর্তৃক আয়োজিত স্কিলস কম্পিটিশনের মতো সৃজনশীল উদ্যোগ দেশের কারিগরি শিক্ষার অগ্রযাত্রাকে আরো একধাপ এগিয়ে নেবে বলে সকলের প্রত্যাশা।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৩ ফাল্গুন ১৪২৩
২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

বাণী

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীনে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন "স্কিলস এন্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (STEP)" তৃতীয়বারের মত "স্কিলস কম্পিটিশন ২০১৬" আয়োজন করছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

দক্ষ জনশক্তি দেশের মূল্যবান সম্পদ। আমাদের বিপুল জনশক্তিকে কাজে লাগিয়ে সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নে কারিগরি শিক্ষার বিকল্প নেই। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসাম্প্রদায়িক, ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ 'সোনার বাংলা' গড়তে আওয়ামী লীগ সরকার বদ্ধপরিকর। যেখানে সবাই সুখ, শান্তি ও নিরাপদে বসবাস করবেন; ধনী-দরিদ্রের ভেদাভেদ থাকবে না। সকলের জন্য সম্ভাবনার দুয়ার থাকবে উন্মুক্ত। এ লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নতুন প্রজন্মকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে জাতীয় শিক্ষানীতিতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে।

আমাদের সরকারের সময়ে কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির হার ১ শতাংশ থেকে ১৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এ হার ২০২০ সালের মধ্যে শতকরা ২০ ভাগ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগে উন্নীত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলছে। পর্যায়ক্রমে তা ৬০ শতাংশের উর্ধ্বে উন্নীত করা হবে। ঢেলে সাজানো হচ্ছে কারিগরি শিক্ষার কারিকুলাম, প্রশাসন, প্রশিক্ষণ ও অবকাঠামো। আমাদের লক্ষ্য কারিগরি শিক্ষা ও প্রযুক্তি দক্ষতা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া।

আমি আশা করি এ ধরনের প্রযুক্তিগত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় সৃজনশীল, মেধাবী ও দক্ষ নতুন প্রজন্ম গড়ে উঠবে। আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম তথ্য-প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন উদ্ভাবন জ্ঞানকে বিকশিত করে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

আমি "স্কিলস কম্পিটিশন ২০১৬"-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

বাণী

উদ্ভাবন উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে গতিশীল করে। শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনের সুযোগ সৃষ্টি যেমন শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করে তেমনি সৃষ্টি করে একটি সৃজনশীল ভবিষ্যত প্রজন্ম। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীনে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়নাধীন স্কিলস এন্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (STEP) 'স্কিলস কম্পিটিশন ২০১৬' আয়োজন করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। কারিগরি শিক্ষার্থীদের মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশে প্রতিযোগিতাটি অত্যন্ত সহায়ক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কার সাধনের মাধ্যমে একটি দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলে ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নিত করা বর্তমান সরকারের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কারিগরি শিক্ষার প্রসারের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বেশ কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে যার মধ্যে "স্কিলস এন্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট" অন্যতম। সংশ্লিষ্ট সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ইতোমধ্যে প্রকল্পটি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার গুনগত মানোন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। ২০২০ সালের মধ্যে কারিগরি শিক্ষায় ভর্তি মোট শিক্ষার্থীর হার ২০ শতাংশে উন্নিত করার যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে তা অর্জনে এ প্রকল্পটি বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

স্কিলস কম্পিটিশনের আয়োজন একটি সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ। ২০১৪ ও ২০১৫ সালে সফলভাবে আয়োজনের পর এ বছর প্রতিযোগিতাটি তৃতীয় বারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রতিযোগিতাটিকে ঘিরে ডিপ্লোমা পর্যায়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। ইতোমধ্যেই উদ্ভাবিত হয়েছে বেশ কয়েকটি কার্যকর প্রযুক্তি বা প্রকল্প। এই উদ্ভাবনগুলো অদূর ভবিষ্যতে শিল্প, ব্যবসা, শিক্ষা এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

'স্কিলস কম্পিটিশন ২০১৬' এর সার্বিক সাফল্য প্রত্যাশা করছি।

মোঃ সোহরাব হোসাইন

মহাপরিচালক
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা

বাণী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিশ্বব্যাংক এবং কানাডা সরকারের আর্থিক সহায়তায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের নিয়ন্ত্রনাধীন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়নাধীন "স্কিলস এ্যান্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (STEP)" কর্তৃক নির্বাচিত ১৬২টি সরকারি-বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে দেশব্যাপী তৃতীয়বারের মত "স্কিলস কম্পিটিশন" অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

২০১৪ সালে প্রথমবারের মত জাতীয় পর্যায়ে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়, যা কারিগরি অঙ্গনে শিক্ষার্থীদের মেধা, দক্ষতা ও উদ্ভাবনী ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যুক্ত করে। ২০১৫ সালেও প্রতিযোগিতাটি সকলের মনযোগ আকর্ষণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় এবারের আয়োজন "স্কিলস কম্পিটিশন ২০১৬"। কারিগরি অঙ্গনের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকসহ সর্বস্তরের জনসাধারণের মাঝে এ আয়োজন এবারেও ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। এ দেশের রয়েছে বিপুল সম্ভাবনাময় কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী। এই জনগোষ্ঠীকে সত্যিকার জ্ঞান ও দক্ষতায় সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে হলে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে জনপ্রিয় করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারের সার্বিক সহযোগিতা ও পৃষ্টপোষকতায় কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে এবং নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। স্কিলস এ্যান্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট এর মাধ্যমে "স্কিলস কম্পিটিশন- ২০১৬" এর আয়োজন তেমনই একটি কার্যকর পদক্ষেপ।

এ ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে সৃজনশীলতাকে আরো গতিশীল করবে। আর দক্ষতা অর্জনে করবে সহায়তা। ফলশ্রুতিতে রূপকল্প-২০২১ এর সফল বাস্তবায়নের পথ ধরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ২০৪১ সাল নাগাদ বিশ্বজনীন প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ একটি উন্নত দেশের মর্যাদায় অভিষিক্ত হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি "স্কিলস কম্পিটিশন-২০১৬" আয়োজনের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

অশোক কুমার বিশ্বাস

THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

Message

We would like to extend our heartiest congratulations to the Government of Bangladesh, Ministry of Education, Technical and Madrasah Education Division, Directorate of Technical Education and Skills and Training Enhancement Project (STEP) on successfully organizing the grand finale of the "Skills Competition 2016".

A well-trained and skilled workforce underpins the economic and social development of any country's economy. The strong commitment of the Government of Bangladesh for assisting the development Technical and Vocational Education and Training (TVET) and the establishment of an enabling environment for quality training and skills development is vivid through the many skills developments activities by STEP over the past few years. The STEP-supported Skills Competition, involving over 6,000 diploma level students of 162 government and private polytechnic institutes from all over the country in the biggest competition in TVET sector, is another milestone in improving the subsector.

We believe that the competition will provide a platform for showcasing the skills and talent of TVET students and faculties facilitating innovation as well as raise awareness to popularize technical education and training in Bangladesh. We hope and expect, it will, like the past two years, also create huge enthusiasm among the technical students, teachers, guardians, industrialists, civil society and the general mass.The innovation would generate new knowledge to be patented and commercialized in the future.

It has been a great privilege for us to work with the Government and the TVET community of Bangladesh to support the implementation of STEP. We would also like to congratulate the Project officials for their efforts in organizing the competition and wish the event a great success.

Md. Mokhlesur Rahman
Sr. Operations Officer and
Co-TTL, STEP

Shinsaku Nomura
Sr. Economist and
Co-TTL, STEP

Canada

স্কিলস এ্যান্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (STEP)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP